পিকেএসএফ পরিক্রমা

জুলাই-সেপ্টেম্বর ২০২৩ খ্রিঃ | আষাঢ়-আশ্বিন ১৪৩০ বঙ্গাব্দ

সিরাজগঞ্জের বেলকুচি উপজেলার তামাইয়ে পিকেএসএফ-এর সহায়তায় পরিচালিত পরিবেশবান্ধব সুতা তৈরির কারখানায় কাজ করছেন একজন কর্মী।

পল্লী কর্ম-সহায়ক ফাউন্ডেশন (পিকেএসএফ)

পিকেএসএফ ভবন, ই-৪/বি, আগারগাঁও প্রশাসনিক এলাকা, শেরেবাংলা নগর, ঢাকা-১২০৭, বাংলাদেশ

www.pksf.org.bd +৮৮-০২২২২২১৮৩৩১-৩৩ +৮৮-০২২২২২১৮৩৪১ www.facebook.com/PKSF.org

যথাযোগ্য মর্যাদায় জাতীয় শোক দিবস পালন

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ৪৮তম শাহাদত বার্ষিকী ও জাতীয় শোক দিবস উপলক্ষ্যে ১৪ আগস্ট ২০২৩ তারিখে বঙ্গবন্ধুর জীবন ও কর্ম বিষয়ক একটি বিশেষ আলোচনা সভা আয়োজন করা হয়। এতে মুখ্য আলোচক ছিলেন প্রখ্যাত ইতিহাসবিদ, বাংলাদেশ ইউনিভার্সিটি অব প্রফেশনালস্ (বিইউপি)-এর বঙ্গবন্ধু চেয়ার অধ্যাপক ড. সৈয়দ আনোয়ার হোসেন।

পিকেএসএফ-এর তৎকালীন চেয়ারম্যান ড. কাজী খলীকুজ্জমান আহমদ-এর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত এ সভায় স্বাগত বক্তব্য প্রদান করেন পিকেএসএফ-এর ব্যবস্থাপনা পরিচালক ড. নমিতা হালদার এনডিসি। তিনি স্বাগত বক্তব্যে অনুষ্ঠানের মুখ্য আলোচকের পরিচিতি সংক্ষেপে তুলে ধরেন। এছাড়া, বঙ্গবন্ধুর নীতি ও আদর্শের কথা শুধু মুখে না বলে, তা নিজেদের কাজের মাধ্যমে বাস্তবায়ন করতে সকলের প্রতি আহ্বান জানান ড. হালদার।

মুখ্য আলোচকের বক্তব্যে ড. সৈয়দ আনোয়ার হোসেন বলেন, বঙ্গবন্ধুর জীবনের চাইতে কর্মের ব্যাপ্তি অনেক বেশি। রাজনৈতিক পথপরিক্রমায় বঙ্গবন্ধুর সবচেয়ে বড় প্রেরণার উৎস এবং বাংলাদেশের মুক্তির সংগ্রামে গৃহীত বিভিন্ন সিদ্ধান্তের পেছনে বেগম ফজিলাতুন্নেসা মুজিবের ভূমিকা বিষয়েও আলোকপাত করেন তিনি।

অনুষ্ঠানের সভাপতি ড. কাজী খলীকুজ্জমান আহমদ তার বক্তব্যে বঙ্গবন্ধুর চেতনা ও আদর্শকে প্রজন্ম থেকে প্রজন্মান্তরে ছড়িয়ে দেয়ার আহ্বান জানান।

ড. কাজী খলীকুজ্জমান আহমদ বলেন, বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান সারাজীবন দুখী মানুষের মুখে হাসি ফোটানোর জন্য সংগ্রাম করেছেন। পিকেএসএফ-এর সকল কাজের মূল দর্শন হচ্ছে এই দুখী মানুষের মুখে হাসি ফোটানো। এ লক্ষ্যে পিকেএসএফ-এর সকল কার্যক্রম পরিচালনা করা হচ্ছে বলে তিনি উল্লেখ করেন।

জাতীয় শোক দিবস ২০২৩ পালনে বিভিন্ন কর্মসূচির অংশ হিসেবে পিকেএসএফ-এর কর্মকর্তাবৃন্দ ১৫ আগস্ট ২০২৩ তারিখে ঢাকার ধানমন্ডিতে জাতির পিতার প্রতিকৃতিতে পুষ্পস্তবক অর্পণ করেন। পাশাপাশি, পিকেএসএফ ভবনে দিনব্যাপী জাতীয় পতাকা অর্ধনমিত রাখা হয়। জাতীয় শোক দিবস পালন সংক্রান্ত অন্যান্য কার্যক্রমের মধ্যে ছিলো মাসব্যাপী পিকেএসএফ-এর সকল কর্মকর্তা-কর্মচারী কর্তৃক কালো ব্যাজ ধারণ এবং পিকেএসএফ ভবনে ব্যানার প্রদর্শন।

এছাড়া, জাতীয় শোক দিবস উপলক্ষ্যে ১৪ আগস্ট জোহরের নামাজের পর পিকেএসএফ মসজিদে দোয়া মাহফিল আয়োজন এবং স্থানীয় একটি এতিমখানায় খাবার বিতরণ করা হয়।

বীর মুক্তিযোদ্ধা শহিদ ক্যাপ্টেন শেখ কামালের ৭৪তম জন্মবার্ষিকী পালন

যথাযোগ্য মর্যাদায় পালিত হয়েছে বীর মুক্তিযোদ্ধা শহিদ ক্যাপ্টেন শেখ কামালের ৭৪তম জন্মবার্ষিকী। দিবসটি উপলক্ষ্যে পিকেএসএফ-এর পক্ষ থেকে ৫ আগস্ট ২০২৩ তারিখ সকালে রাজধানীর আবাহনী ক্রীড়াচক্র মাঠে স্থাপিত শহিদ ক্যাপ্টেন শেখ কামালের প্রতিকৃতিতে পুষ্পস্তবক অর্পণ করা হয়।

এছাড়া, সন্ধ্যায় এক বিশেষ ভার্চুয়াল আলোচনা সভা আয়োজন করা হয়। এতে অংশ নেন পিকেএসএফ-এর তৎকালীন চেয়ারম্যান ড. কাজী খলীকুজ্জমান আহমদ, ব্যবস্থাপনা পরিচালক ড. নমিতা হালদার এনডিসি, অতিরিক্ত ব্যবস্থাপনা পরিচালক মোঃ ফজলুল কাদের ও ড. মোঃ জসীম উদ্দিন এবং পিকেএসএফ-এর সকল স্তরের কর্মকর্তা-কর্মচারী। শেখ কামালের জীবন ও কর্ম বিষয়ক একটি বিশেষ কথিকা, দু'টি কবিতা এবং বিভিন্ন বক্তব্য দিয়ে সাজানো হয় এ আলোচনা অনুষ্ঠান।

নতুন চেয়ারম্যান পেল পিকেএসএফ

ড. এম খায়রুল হোসেন-এর দায়িত্ব গ্রহণ

পল্লী কর্ম-সহায়ক ফাউন্ডেশন (পিকেএসএফ)-এর ৭ম চেয়ারম্যান হিসেবে দায়িত্ব গ্রহণ করেছেন ড. এম খায়রুল হোসেন। ১৪ সেপ্টেম্বর ২০২৩ তারিখ সকালে পিকেএসএফ ভবনে তাকে ফুল দিয়ে স্বাগত জানান বিদায়ী চেয়ারম্যান ড. কাজী খলীকুজ্জমান আহমদ। এ সময় পিকেএসএফ-এর উর্ধ্বতন কর্মকর্তাবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

দায়িত্ব গ্রহণের পর পিকেএসএফ-এর নবনিযুক্ত চেয়ারম্যান ড. এম খায়রুল হোসেন ধানমন্ডি ৩২ নম্বরে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের প্রতিকৃতিতে পুষ্পস্তবক অর্পণ করে শ্রদ্ধা জানান। এর আগে, ১২ সেপ্টেম্বর ২০২৩ তারিখে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার ড. এম খায়রুল হোসেনকে পিকেএসএফ-এর চেয়ারম্যান হিসেবে পরবর্তী তিন বছরের জন্য নিয়োগ প্রদান করে। তিনি ইতিপূর্বে শেয়ারবাজার নিয়ন্ত্রক সংস্থা বাংলাদেশ সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ কমিশন (বিএসইসি) ও সরকারি বিনিয়োগ প্রতিষ্ঠান ইনভেস্টমেন্ট করপোরেশন অব বাংলাদেশ (আইসিবি)-এর চেয়ারম্যান ছিলেন। ড. হোসেন ৩৮ বছরেরও অধিক সময় ধরে শিক্ষকতা ও গবেষণার সাথে সম্পৃক্ত রয়েছেন। তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ফিন্যান্স বিভাগের অবসরপ্রাপ্ত অধ্যাপক।

প্লেখানভ রাশান ইউনিভার্সিটি অফ ইকোনোমিক্স (PRUE) থেকে ১৯৮৩ সালে পিএইচডি ডিগ্রী অর্জনের পূর্বে তিনি একই বিশ্ববিদ্যালয় থেকে অর্থনীতিতে স্নাতকোত্তর সম্পন্ন করেন। যুক্তরাষ্ট্রের টেক্সাসের প্রেইরি ভিউ এএন্ডএম ইউনিভার্সিটিতে তার পোস্ট-ডক্টরাল গবেষণার প্রধান দিক ছিলো বাংলাদেশের আর্থিক খাতের উন্নয়ন।

পরিচিতি সভা: ২৪ সেপ্টেম্বর ২০২৩ তারিখে পিকেএসএফ ভবনে পিকেএসএফ-এর নবনিযুক্ত চেয়ারম্যান ড. এম খায়রুল হোসেনের সাথে কর্মকর্তা-কর্মচারীবৃন্দের পরিচিতি এবং পিকেএসএফ-এর কর্মকাণ্ডের ওপর এক আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়।

স্বাগত বক্তব্যের মাধ্যমে পিকেএসএফ-এর ব্যবস্থাপনা পরিচালক ড. নমিতা হালদার এনডিসি নবনিযুক্ত চেয়ারম্যানকে পিকেএসএফ কর্মকর্তা-কর্মচারীদের সাথে আনুষ্ঠানিকভাবে পরিচয় করিয়ে দেন।

পিকেএসএফ-এর বিভিন্ন বিভাগ, শাখা ও ইউনিটের কার্যক্রমের ওপর বক্তব্য রাখেন অতিরিক্ত ব্যবস্থাপনা পরিচালক মোঃ ফজলুল কাদের ও ড. মোঃ জসীম উদ্দিন; সিনিয়র উপ-ব্যবস্থাপনা পরিচালক গোলাম তৌহিদ; উপ-ব্যবস্থাপনা পরিচালক একিউএম গোলাম মাওলা, মোঃ মশিয়ার রহমান, ড. ফজলে রাব্বি ছাদেক আহমাদ ও মুহম্মদ হাসান খালেদ; এবং মহাব্যবস্থাপক (নিরীক্ষা) আঃ খালেক মিঞা।

অনুষ্ঠানে পিকেএসএফ-এর সার্বিক কার্যক্রম বিষয়ে একটি প্রামাণ্যচিত্র প্রদর্শন করা হয় এবং পিকেএসএফ-এর কার্যক্রমের ওপর উপস্থাপনা প্রদান করেন ড. একেএম নুরুজ্জামান, মহাব্যবস্থাপক (কার্যক্রম)।

ড. এম খায়রুল হোসেন তার বক্তব্যে বলেন, বাংলাদেশের গ্রামাঞ্চলের মানুষের চিন্তা-চেতনায় ইতিবাচক পরিবর্তন এবং তাদের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে পিকেএসএফ অনস্বীকার্য ভূমিকা পালন করছে। প্রতিষ্ঠালগ্ন হতে পিকেএসএফ-এর অগ্রযাত্রা অব্যাহত রাখতে কর্মকর্তা-কর্মচারীদের সততা, দক্ষতা ও নিষ্ঠার ভূয়সী প্রশংসা করেন তিনি।

এসডিজি বাস্তবায়ন ও স্মার্ট বাংলাদেশ গঠনে এনজিওদের কাজ করার আহ্বান

মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের এসডিজি বিষয়ক মুখ্য সমন্বয়ক মোঃ আখতার হোসেন ২০৪১ সালের মধ্যে একটি উন্নত ও স্মার্ট বাংলাদেশ গড়ার লক্ষ্যে সরকারি-বেসরকারি সকল প্রতিষ্ঠানকে একযোগে কাজ করার আহ্বান জানিয়েছেন।

তিনি বলেন, বাংলাদেশ টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট (এসডিজি) বাস্তবায়নের সকল সূচকে অগ্রগতি অর্জন করেছে। অগ্রগতির এ ধারা অব্যাহত রাখতে সরকারি-বেসরকারি সকল সংস্থার কার্যক্রমে অধিকতর গতিশীলতা ও পারস্পরিক সহযোগিতা প্রয়োজন বলে তিনি মন্তব্য করেন।

বিগত ৭ সেপ্টেম্বর ২০২৩ তারিখে পিকেএসএফ কর্তৃক আয়োজিত 'বাংলাদেশে টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট (এসডিজি) বাস্তবায়নে এনজিওদের ভূমিকা' শীর্ষক একটি সেমিনারে প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি এসব কথা বলেন। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন পিকেএসএফ-এর তৎকালীন চেয়ারম্যান ড. কাজী খলীকুজ্জমান আহমদ এবং স্বাগত বক্তব্য প্রদান করেন পিকেএসএফ-এর ব্যবস্থাপনা পরিচালক ড. নমিতা হালদার এনডিসি।

সেমিনারে এসডিজি বিষয়ক উপস্থাপনা প্রদান করেন মোঃ মনিরুল ইসলাম, অতিরিক্ত সচিব (এসডিজি), প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয় এবং 'এসডিজি বাস্তবায়নে এনজিওদের ভূমিকা' শীর্ষক উপস্থাপনা প্রদান করেন মোঃ মশিয়ার রহমান, উপ-ব্যবস্থাপনা পরিচালক, পিকেএসএফ।

ড. কাজী খলীকুজ্জমান আহমদ বলেন, বাংলাদেশের জনসংখ্যার ২৭%-এর বয়স ২৫-২৯ বছর। এই তরুণদের জন্য প্রয়োজনীয় শিক্ষা, প্রশিক্ষণ ও কাজের সুযোগ সৃষ্টি করার জন্য কাজ করতে তিনি সকলের প্রতি আহ্বান জানান।

ক্ষুধা নিবারণ ও দারিদ্র্য বিমোচন থেকে শুরু করে শান্তি ও সম্প্রীতি প্রতিষ্ঠাসহ এসডিজি'র অধিকাংশ লক্ষ্য অর্জনে পিকেএসএফ কাজ করছে জানিয়ে ড. নমিতা হালদার বলেন, বিগত তিন দশকে বাংলাদেশের আর্থ-সামাজিক অগ্রগতিতে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রাখছে পিকেএসএফ। এ সেমিনারে পিকেএসএফ ও এর সহযোগী সংস্থাসমূহের উর্ধ্বতন কর্মকর্তা অংশগ্রহণ করেন।

প্রাণিসম্পদ খাতের উন্নয়নে ডাচ বিশেষজ্ঞদের সাথে বিশেষ সভা

বাংলাদেশ প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর এবং বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা কাউন্সিল-এর দুইজন কর্মকর্তা, Wageningen Livestock Research (WLR), Wageningen University, Netherlands-এর দুইজন গবেষক ১ আগস্ট ২০২৩ তারিখে ড. শরীফ আহম্মদ চৌধুরী, প্রকল্প পরিচালক, পিপিইপিপি-ইউ-এর সভাপতিত্বে পিকেএসএফ-এর সমন্বিত কৃষি ইউনিটভুক্ত প্রাণিসম্পদ টিমের সাথে একটি সভায় অংশগ্রহণ করেন।

কৃষি মন্ত্রণালয় ও Wageningen Livestock Research (WLR), Wageningen University, Netherlands-এর মধ্যে স্বাক্ষরিত চুক্তির আওতায় দ্বিপাক্ষিক সহযোগিতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে 'Development of a dairy breeding roadmap for Bangladesh' প্রণয়নের অংশ হিসেবে এ সভা আয়োজিত হয়।

সভায় অন্যান্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন পিকেএসএফ-এর উপ-মহাব্যবস্থাপক তানভীর সুলতানা। এতে ড. শরীফ আহম্মদ চৌধুরী পিকেএসএফ কর্তৃক বাস্তবায়িত কার্যক্রমের আলোকে বাংলাদেশের গাভি পালনকারী খামারিদের বাস্তব চিত্র গবেষকদের সামনে উপস্থাপন করেন।

জলবায়ু পরিবর্তন মোকাবিলায় ৮০ মিলিয়ন ডলারের দু'টি নতুন প্রকল্প পেল পিকেএসএফ

বিগত ১০-১৩ জুলাই ২০২৩ তারিখে Green Climate Fund (GCF)-এর ৩৬তম পর্ষদ সভায় পিকেএসএফ কর্তৃক দাখিলকৃত Resilient Housing and Livelihood Support to the Vulnerable Coastal People of Bangladesh (RHL) এবং Extended Community Climate Change Project-Drought (ECCCP-Drought) শীর্ষক দু'টি প্রকল্প অনুমোদন লাভ করে। এর পরিপ্রেক্ষিতে, ১৪ জুলাই ২০২৩ তারিখে পিকেএসএফ ও GCF-এর মধ্যে দু'টি চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়।

প্রকল্প দু'টির মোট বাজেট প্রায় ৮০ মিলিয়ন মার্কিন ডলার, যার মধ্যে GCF-এর অনুদান ৬৭ মিলিয়ন মার্কিন ডলার এবং পিকেএসএফ-এর ঋণ হিসেবে সহ-অর্থায়ন ১৩ মিলিয়ন মার্কিন ডলার। RHL প্রকল্পটি বাংলাদেশের উপকূলীয় ৭টি জেলা - খুলনা, সাতক্ষীরা, বাগেরহাট, ভোলা, বরগুনা, পটুয়াখালী ও কক্সবাজার - এবং ECCCP-Drought প্রকল্পটি উত্তরাঞ্চলের রাজশাহী, নওগাঁ ও চাঁপাইনবাবগঞ্জ জেলায় বাস্তবায়িত হবে।

GCF-এর অর্থায়নে Extended Community Climate Change-Flood (ECCCP-Flood) শীর্ষক অপর একটি প্রকল্প পিকেএসএফ কর্তৃক লালমনিরহাট, নীলফামারী, কুড়িগ্রাম, গাইবান্ধা ও জামালপুর জেলার বন্যাপ্রবণ এলাকায় বাস্তবায়িত হচ্ছে। এ প্রকল্পের মাধ্যমে বন্যা ঝুঁকিতে থাকা ৯০ হাজার মানুষ নানা ধরনের সেবা পাচ্ছে।

GCF Integrity Forum-এ অংশগ্রহণ করলেন পিকেএসএফ-এর ব্যবস্থাপনা পরিচালক

পিকেএসএফ-এর ব্যবস্থাপনা পরিচালক ড. নমিতা হালদার এনডিসি ১৩-১৫ সেপ্টেম্বর ২০২৩-এ থাইল্যান্ডের রাজধানী ব্যাংককে GCF Integrity Forum শীর্ষক এক অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করেন। 'জলবায়ু অভিঘাত মোকাবিলায় শুদ্ধাচার নিশ্চিতের লক্ষ্যে অংশিদারিত্ব' প্রতিপাদ্য নিয়ে আয়োজিত এ ফোরামের বিভিন্ন অধিবেশনে উপস্থিত ছিলেন বিশ্বের বিভিন্ন দেশ থেকে আমন্ত্রিত বিশেষজ্ঞ।

ড. নমিতা হালদার এনডিসি ক্রয় প্রক্রিয়ায় দুর্নীতি প্রতিরোধ ও স্বচ্ছতা নিশ্চিতকরণ, ঝুঁকি প্রশমনে উদ্ভাবনী বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণ ইত্যাদি বিষয়ে বিভিন্ন সেশনে অংশগ্রহণ করেন। তিনি এ সকল বিষয়ে পিকেএসএফ-এর কর্মকাণ্ডসমূহ তুলে ধরেন।

GREEN CLIMATE FUND

পল্লী কর্ম-সহায়ক ফাউন্ডেশন

জলবায়ু পরিবর্তন সম্পর্কিত আন্তর্জাতিক উদ্যোগ বিষয়ে মতবিনিময় সভা

জলবায়ু পরিবর্তন সম্পর্কিত আন্তর্জাতিক উদ্যোগ বিষয়ে ৫ জুলাই ২০২৩ তারিখে পিকেএসএফ ভবনে একটি মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত হয়।

পিকেএসএফ-এর তৎকালীন চেয়ারম্যান ড. কাজী খলীকুজ্জমান আহমদের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত এ সভায় মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর জলবায়ু পরিবর্তন বিষয়ক বিশেষ দূত সাবের হোসেন চৌধুরী, এমপি অংশগ্রহণ করেন।

সভায় অন্যান্যদের মধ্যে বক্তব্য রাখেন অধ্যাপক এ.কে.এম. সাইফুল ইসলাম, বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়; মির্জা শওকত আলী, পরিচালক (জলবায়ু পরিবর্তন ও আন্তর্জাতিক কনভেনশন), পরিবেশ অধিদপ্তর; ড. মোঃ নাজমুস সাদাত, খুলনা বিশ্ববিদ্যালয়; এবং ড. এ.কে.এম. নুরুজ্জামান, মহাব্যবস্থাপক (কার্যক্রম), পিকেএসএফ।

বৈচিত্র্যময় পণ্য উৎপাদন ও বাজারজাতকরণে সহায়তা করছে RMTP

পিকেএসএফ ২০২০ সাল থেকে International Fund for Agricultural Development (IFAD) ও Danish International Development Agency (DANIDA)-এর অর্থায়নে Rural Microenterprise Transformation Project (RMTP) শীর্ষক প্রকল্পটি বাস্তবায়ন করছে। এ প্রকল্পের আওতায় ৬৭টি ভ্যালু চেইন উপ-প্রকল্পের মাধ্যমে কৃষি, মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ খাতে নিরাপদ কৃষি পণ্য উৎপাদন ও বাজারজাতকরণে বিভিন্ন কার্যক্রম চলমান রয়েছে। এর মধ্যে রয়েছে নিরাপদ উপায়ে মহিষ ও গরুর মাংসের আচার, ঘি, দই, ঘোল, মিষ্টি, দুধ প্রক্রিয়াজাতকরণ; এবং সাইলেজ, cold pressed সরিষার তেল, সবজি, আম, জি-৯ কলা, অ্যাভোকাডো, কাজু বাদাম ও বিভিন্ন ধরনের মসলা উৎপাদন। এছাড়া, প্রকল্পের আওতায় উৎপাদিত জি-৯ কলা ঢাকার বিভিন্ন আউটলেটে বিক্রি; প্রতিদিন ২,৪৫০ কেজি পনির উৎপাদন ও বাজারজাতকরণ; পরিবেশ সুরক্ষায় প্রতি মাসে ৩,৬০০ মেট্রিক টন ভার্মিকম্পোস্ট উৎপাদন ও বাজারজাতকরণ এবং গবাদিপ্রাণির জন্য স্বল্প মূল্যে সুষম খাবার নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে প্রতি মাসে গড়ে ১,৬০০ মেট্রিক টন সাইলেজ উৎপাদন ও বিক্রি করা হচ্ছে।

প্রকল্পের কার্যক্রমে ইফাদ-এর সন্তোষ প্রকাশ: ইফাদ-এর সহযোগী ভাইস প্রেসিডেন্ট ড. ডোনাল ব্রাউন ২২ আগস্ট ২০২৩ তারিখে ঠাকুরগাঁও জেলায় পিকেএসএফ-এর সহযোগী সংস্থা ইএসডিও-এর মাধ্যমে বাস্তবায়নাধীন আরএমটিপি'র কার্যক্রম পরিদর্শন করেন। এ সময় তিনি দুধ হতে পনির, কাঁচা ঘাস প্রক্রিয়াজাত করে সাইলেজ তৈরি, এবং নিরাপদ উপায়ে সবজি উৎপাদন ও বাজারজাতকরণ কার্যক্রম পরিদর্শন করেন এবং প্রকল্পের কার্যক্রমের ভূয়সী প্রশংসা করেন। এ পরিদর্শনে ইফাদ বাংলাদেশ অফিসের কান্ট্রি ডিরেক্টর ড. আর্নো হ্যামলিয়ার্স, পিকেএসএফ-এর অতিরিক্ত ব্যবস্থাপনা পরিচালক মোঃ ফজলুল কাদের ও সিনিয়র মহাব্যবস্থাপক ড. আকন্দ মোঃ রফিকুল ইসলাম, এবং ইএসডিও-এর নির্বাহী পরিচালক ড. মুহম্মদ শহীদ উজ জামান উপস্থিত ছিলেন।

৪০০ টাকা দিয়ে শুরু, এখন মাসে আয় ৬ লক্ষ টাকা

হতদরিদ্র পরিবারের সন্তান ৩২ বছর বয়সী কাওসার। চার ভাই-বোনের মধ্যে সবার ছোটো তিনি। শিশুকাল থেকেই অভাবের সংসারে বাবার সাথে সবজি বিক্রি করতেন কাওসার। ২০০৮ সালের দিকে মাত্র ৪০০ টাকা নিয়ে তিনি কুয়াকাটা সৈকতে কাঁকড়া বিক্রির উদ্দেশ্যে ভাসমান দোকান পরিচালনা শুরু করেন। সে সময় তিনি দৈনিক ২ কেজি কাঁকড়া ফ্রাই বিক্রি করে ৬০০ টাকা উপার্জন করতেন। ২০১৪ সালে তিনি 'কাওসার ভাইয়ের ফিস ফ্রাই' নামে একটি রেস্তোরাঁ চালু করেন। এ সময় তিনি মাসে প্রায় ১৫০ কেজি মাছ ও ১০০ কেজি কাঁকড়া বিক্রি করতেন।

RMTP প্রকল্পের আওতায় ২০২২ সালে পিকেএসএফ-এর সহযোগী সংস্থা কোডেক-এর মাধ্যমে বাস্তবায়িত 'নিরাপদ মৎস্য পণ্য উৎপাদন ও বাজারজাতকরণ' শীর্ষক ভ্যালু চেইন উপ-প্রকল্পের সদস্য হিসেবে তাকে অন্তর্ভুক্ত করা হয়। প্রকল্প হতে তাকে স্বাস্থ্যবিধি অনুসরণের ওপর প্রশিক্ষণ দেয়ার পাশাপাশি বৈচিত্র্যময় পণ্য (যেমন ফিস বার্গার, ফিস বল, ফিস চিপস ইত্যাদি) বিক্রির বিষয়ে পরামর্শ দেয়া হয়। এছাড়া, আধুনিক টেবিল ফ্রিজের ব্যবস্থা করা হয়। তার ব্যবসার পরিধি বাড়ানোর জন্য প্রকল্প হতে এক লক্ষ টাকা অনুদান ও এক লক্ষ টাকার ঋণ সরবরাহ করা হয়।

বর্তমানে তার প্রতিষ্ঠানে ছয়জন কর্মচারী রয়েছেন। এ সকল কর্মচারী কর্তৃক স্বাস্থ্যবিধি মেনে ক্রেতার চাহিদা অনুযায়ী কোল্ড প্রেসড সূর্যমুখী তেল ব্যবহার করে খাবার তৈরি ও পরিবেশন করার ফলে তার ভোক্তা দিনদিন বাড়ছে। বর্তমানে প্রতি মাসে তিনি প্রায় ৭৫০ কেজি মাছ ও ৩০০ কেজি কাঁকড়া বিক্রি করেন যার মূল্য প্রায় ছয় লক্ষ টাকা। সকল খরচ বাদ দিয়ে তার নিট লাভ হয় ২ লক্ষ টাকা।

মাঠ পর্যায়ের কার্যক্রম পরিদর্শনে পিকেএসএফ-এর ব্যবস্থাপনা পরিচালক

পিকেএসএফ-এর ব্যবস্থাপনা পরিচালক ড. নমিতা হালদার এনডিসি ২৫-২৬ আগস্ট ২০২৩ তারিখে ময়মনসিংহ ও কিশোরগঞ্জ জেলার হাওড় সংলগ্ন এলাকায় পিকেএসএফ-এর বিভিন্ন সহযোগী সংস্থার মাধ্যমে বাস্তবায়নাধীন কর্মকাণ্ড পরিদর্শন করেন।

তিনি দুঃস্থ স্বাস্থ্য কেন্দ্র (ডিএসকে)-এর মাধ্যমে বাস্তবায়িত BD Rural WASH for HCD প্রকল্পের কার্যক্রম পরিদর্শন করেন। ২৫ আগস্ট ২০২৩ তারিখে ড. হালদার সোসাইটি ফর সোশ্যাল সার্ভিস (এসএসএস)-এর মাধ্যমে বাস্তবায়িত অগ্রসর কার্যক্রমভুক্ত বিভিন্ন আইজিএ পরিদর্শন করেন। এরপর তিনি পিপলস্ ওরিয়েন্টেড প্রোগ্রাম ইমপ্লিমেন্টেশন (পপি) এবং পল্লী বিকাশ কেন্দ্র (পিবিকে)-এর মাধ্যমে বাস্তবায়িত অগ্রসর কার্যক্রমভুক্ত আইজিএ এবং সোনালী টি স্টল পরিদর্শন করেন। একই দিন সন্ধ্যায় তিনি পপি'র ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তাবৃন্দের সাথে মতবিনিময় করেন।

ড. হালদার ২৬ আগস্ট ২০২৩ তারিখে কিশোরগঞ্জ জেলার নিকলী উপজেলার ছাতির চরে পপি'র ভাসমান বিদ্যালয় পরিদর্শন, কিশোরী ক্লাবের সদস্যদের সাথে মতবিনিময় এবং অগ্রসর কার্যক্রমভুক্ত আইজিএ পরিদর্শন করেন। তিনি পদক্ষেপ মানবিক উন্নয়ন কেন্দ্রের মাধ্যমে বাস্তবায়িত লিফট প্রকল্পের আওতায় বিকল্প ঋণ কার্যক্রম ও পিপিইপিপি-এর কার্যক্রম পরিদর্শন করেন।

বাহারি মাছ চাষে ইমরানের দিন বদল

ইমরান হাসান; বয়স ৩২। জয়পুরহাট জেলার সদর উপজেলার একজন বাসিন্দা। পেশায় ছিলেন মোবাইল মেকানিক। মাসিক আয় ছিল মাত্র ৬-৭ হাজার টাকা। বাবা-মা, স্ত্রী ও এক সন্তান নিয়ে চরম আর্থিক দুর্দশায় দিন কাটছিল ইমরানের। ২০১৮ সালে পিকেএসএফ-এর সহযোগী সংস্থা জাকস ফাউন্ডেশনের আওতায় বাহারি মাছ চাষ বিষয়ে তিনি প্রশিক্ষণ গ্রহণ করে ৫০ হাজার টাকা ঋণ নিয়ে বাহারি মাছ চাষ শুরু করেন। পরবর্তীকালে আরও ২ লক্ষ টাকা ঋণ নিয়ে তিনি এ কার্যক্রম সম্প্রসারণ করেন। বর্তমানে খামারটিতে বিক্রয় উপযোগী ১১ প্রজাতির বাহারি মাছ রয়েছে। তিনি এ পর্যন্ত ৩৮ প্রজাতির বাহারি মাছের ব্রুড (মা মাছ) পালন করছেন।

ইমরান বাহারি মাছ বিক্রি করে মাসে প্রায় ৩০ হাজার টাকা আয় করছেন। দোকানে মাছ বিক্রির পাশাপাশি ইউটিউব ও ফেসবুকের মাধ্যমেও মাছ বিক্রি করছেন তিনি। এছাড়া, বাহারি মাছ চাষের প্রয়োজনীয় সরঞ্জাম বিক্রির জন্য তিনি একটি বিক্রয়কেন্দ্র স্থাপন করেছেন। ইমরানের সাফল্যে অনুপ্রাণিত হয়ে এলাকায় আরও ৯টি নতুন বাহারি মাছের খামার গড়ে উঠেছে।

গৃহ নির্মাণ ও সংস্কার খাতে আবাসন ঋণ কর্মসূচির আওতায় ৩৫৮ কোটি টাকা বিতরণ

পিকেএসএফ নিজস্ব তহবিল হতে দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলে বসবাসরত সুবিধাবঞ্চিত লক্ষিত জনগোষ্ঠীর আবাসন অবস্থার উন্নয়নের লক্ষ্যে 'আবাসন ঋণ' শীর্ষক কর্মসূচি ১ জানুয়ারি ২০১৯ তারিখ হতে বাস্তবায়ন করছে।

বর্তমানে ২৪টি সহযোগী সংস্থার ১৮১টি শাখার মাধ্যমে দেশের ২৯ জেলার ৭২ উপজেলায় এ কর্মসূচি বাস্তবায়ন করা হচ্ছে।

কর্মসূচির আওতায় নতুন গৃহ নির্মাণ, পুরাতন গৃহ সংস্কার ও সম্প্রসারণের জন্য জুলাই-আগস্ট ২০২৩ পর্যন্ত ১,৪৪১ সদস্যকে ৩৬.৭২ কোটি টাকা এবং কর্মসূচির শুরু থেকে ৩১ আগস্ট ২০২৩ তারিখ পর্যন্ত ১৫,৪৩৪ সদস্যকে মোট ৩৫৮.৩৯ কোটি টাকা ঋণ বিতরণ করা হয়েছে।

এর মাধ্যমে এসব পরিবারের স্বাস্থ্য সুরক্ষা ও শিক্ষা সহায়ক পরিবেশ নিশ্চিত হয়েছে এবং তাদের মানসিক প্রশান্তি ও সামাজিক মর্যাদা বৃদ্ধি পেয়েছে।

প্রযুক্তি নির্ভর, পরিবেশসম্মত উৎপাদন বৃদ্ধিতে গৃহীত হলো SMART প্রকল্প

ক্ষুদ্র-উদ্যোক্তাদের প্রযুক্তি নির্ভর ও পরিবেশসম্মত এবং সম্পদের কার্যকরী ব্যবহারের মাধ্যমে পরিচ্ছন্ন উৎপাদন (Resource-Efficient and Cleaner Production-RECP)-এর পাশাপাশি ক্ষুদ্র উদ্যোগসমূহে সবুজ প্রবৃদ্ধি (Green Growth) সঞ্চার করার লক্ষ্যে 'Sustainable Microenterprise and Resilient Transformation (SMART)' শীর্ষক নতুন একটি প্রকল্প গ্রহণ করেছে পিকেএসএফ। পাঁচ বছর মেয়াদি (২০২৩-২০২৮) এ প্রকল্পের সর্বমোট বাজেট ৩০০ মিলিয়ন মার্কিন ডলার যার মধ্যে বিশ্বব্যাংক ও পিকেএসএফ যথাক্রমে ২৫০ মিলিয়ন মার্কিন ডলার ও ৫০ মিলিয়ন মার্কিন ডলার অর্থায়ন করবে।

SMART প্রকল্পের Subsidiary Loan and Grant Agreement (SLGA) ২৬ জুলাই ২০২৩ তারিখে স্বাক্ষরিত হয়। এতে পিকেএসএফ-এর পক্ষে স্বাক্ষর করেন অতিরিক্ত ব্যবস্থাপনা পরিচালক মোঃ ফজলুল কাদের এবং অর্থ বিভাগের পক্ষে স্বাক্ষর করেন যুগ্মসচিব আবু দাইয়ান মোহম্মদ আহসানউল্লাহ। SLGA স্বাক্ষরকালে পিকেএসএফ-এর উপ-মহাব্যবস্থাপক ও এসইপি প্রকল্পের প্রকল্প সমন্বয়কারী জহির উদ্দিন আহম্মদ, অর্থ বিভাগের উপসচিব মোঃ তৌহিদুল ইসলাম, আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগের সিনিয়র সহকারী সচিব মুহাম্মদ আমিন শরীফসহ পিকেএসএফ-এর অন্যান্য কর্মকর্তাবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

বিশ্বব্যাংক কর্তৃক SMART প্রকল্পের প্রথম Implementation Support Mission ২৪-২৬ জুন ২০২৩ তারিখে পরিচালিত হয়। প্রকল্পের অগ্রগতিতে মিশন টিম সন্তোষ প্রকাশ করে। এছাড়া, দেশি-বিদেশি বিশেষজ্ঞের মাধ্যমে SMART প্রকল্পের আওতায় ক্ষুদ্র উদ্যোক্তাবান্ধব সম্পদ-সাশ্রয়ী ও পরিচ্ছন্ন উৎপাদন (RECP) প্রযুক্তি যাচাই করার কার্যক্রম

চলমান রয়েছে। এ লক্ষ্যে, বায়ুর মান, জ্বালানি, পানি ও বর্জ্য ব্যবস্থাপনা বিষয়ে বিশ্বব্যাংকের চারজন বিশেষজ্ঞের একটি দল ১-৬ জুন এবং ৬ ও ৭ সেপ্টেম্বর ২০২৩ তারিখে এসইপি প্রকল্পের কর্ম এলাকা পরিদর্শন করেন।

পরিদর্শন শেষে ১০ সেপ্টেম্বর ২০২৩ তারিখে বিশেষজ্ঞ দল, বিশ্বব্যাংক, পিকেএসএফ ও এসইপি বাস্তবায়নকারী ২০টি সহযোগী সংস্থার প্রতিনিধির মধ্যে একটি মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত হয়।

SMART একটি ক্ষুদ্র-উদ্যোগকেন্দ্রিক ও উন্নত প্রযুক্তিনির্ভর প্রকল্প যা প্রক্রিয়াজাতকরণ, কৃষি এবং সেবা খাতের অন্তর্ভুক্ত প্রায় ৮০,০০০ ক্ষুদ্র-উদ্যোগের পরিবেশগত টেকসহিতা বৃদ্ধি, কর্মসংস্থান সৃষ্টি, উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি, নারীর ক্ষমতায়ন এবং স্থানীয় অর্থনীতি সম্প্রসারণে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখবে।

MFCE প্রকল্প: এডিবি'র ইনসেপশন মিশন অনুষ্ঠিত

পিকেএসএফ কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন MFCE প্রকল্পের ইনসেপশন মিশন ৪-১৩ সেপ্টেম্বর ২০২৩ তারিখে অনুষ্ঠিত হয়। এ মিশনে এশীয় উন্নয়ন ব্যাংক (এডিবি) হতে সিনিয়র ফাইন্যান্সিয়াল সেক্টর স্পেশালিস্ট মনোহারি গুনবর্ধন-এর নেতৃত্বে ৩ সদস্যের একটি বিশেষজ্ঞ দল অংশগ্রহণ করে।

এ মিশনের সাথে পিকেএসএফ-এর সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাগণের একটি সভা অনুষ্ঠিত হয়। পিকেএসএফ-এর অতিরিক্ত ব্যবস্থাপনা পরিচালক মোঃ ফজলুল কাদেরের সভাপতিত্বে আয়োজিত এ সভায় ড. মেসবাহউদ্দিন আহমেদ, সহকারী মহাব্যবস্থাপক ও প্রকল্প সমন্বয়কারী এবং প্রকল্প বাস্তবায়ন ইউনিটের অন্যান্য কর্মকর্তা উপস্থিত ছিলেন। এ সভায় MFCE প্রকল্প বাস্তবায়নের অগ্রগতি বিষয়ে আলোচনা করা হয়। এছাড়া, মিশন মাঠ পর্যায়ে প্রকল্প বাস্তবায়নকারী ১০টি সহযোগী সংস্থার নির্বাহী পরিচালক এবং ঋণ কার্যক্রমের প্রধান কর্মকর্তার সাথে একটি মতবিনিময় সভায় অংশগ্রহণ করে।

এছাড়া, এ মিশন সিরাজগঞ্জ অঞ্চলে সহযোগী সংস্থা Programmes for People's Development (PPD) কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন MFCE প্রকল্পের মাঠ পর্যায়ের কার্যক্রম পরিদর্শন করে। মিশন সদস্যগণ দুগ্ধ উৎপাদন ও প্রক্রিয়াজাতকরণ এবং তাঁত পণ্য (শাড়ি ও লুঙ্গি) উৎপাদনের সাথে সংশ্লিষ্ট ৪টি ক্ষুদ্র উদ্যোগের কার্যক্রম পরিদর্শন করেন।

MDP প্রকল্প: Independent Evaluation Mission কর্তৃক কার্যক্রম পরিদর্শন

এশীয় উন্নয়ন ব্যাংক (এডিবি)-এর Independent Evaluation Mission ৩-৬ সেপ্টেম্বর ২০২৩ তারিখে পিকেএসএফ কর্তৃক বাস্তবায়িত MDP প্রকল্পের কার্যক্রম পরিদর্শন করেন। উক্ত মিশনে শিমাকো তাকাহাসি, ইভ্যালুয়েশন স্পেশালিস্ট-এর নেতৃত্বে ৩ জন সদস্য অংশগ্রহণ করেন। মিশনটি শরীয়তপুর জেলার সহযোগী সংস্থা এসডিএস (শরীয়তপুর ডেভেলপমেন্ট সোসাইটি) এবং নড়িয়া উন্নয়ন সমিতি (নুসা) কর্তৃক বাস্তবায়িত MDP প্রকল্পের আওতায় সহায়তাপ্রাপ্ত লেয়ার মুরগি পালন, দুগ্ধ উৎপাদন এবং বৈদ্যুতিক সরঞ্জামাদি মেরামত সংশ্লিষ্ট ৩টি ক্ষুদ্র উদ্যোগ পরিদর্শন করে।

অন্তর্ভুক্তিমূলক উন্নয়ন

হিজড়া জনগোষ্ঠীকে প্রশিক্ষণ দিচ্ছে SEIP প্রকল্প

Skills for Employment Investment Program (SEIP) প্রকল্পের নিয়মিত ও বিশেষায়িত প্রশিক্ষণ কার্যক্রমের আওতায় সেপ্টেম্বর ২০২৩ পর্যন্ত লক্ষ্যমাত্রার ৯৯.৩৪% অর্থাৎ ৩৮,৫১৯ জন প্রশিক্ষণার্থীর নিবন্ধন সম্পন্ন হয়েছে। এর মধ্যে সনদপ্রাপ্ত হয়েছেন মোট ৩৪,৮০১ জন (নারী ৬,৫৬৫, পুরুষ-২৮,২৩৬)। সফলভাবে প্রশিক্ষণ সম্পন্নকারী মোট ২৫,১৯২ জনের এ পর্যন্ত কর্মসংস্থান হয়েছে। এর মধ্যে আত্মকর্মসংস্থানে নিয়োজিত হয়েছেন মোট ৭,৬৭৭ জন ও মজুরিভিত্তিক কর্মসংস্থানে নিযুক্ত হয়েছেন মোট ১৭,৫১৫ জন। এছাড়া, পিকেএসএফ কর্তৃক বাস্তবায়িত কেয়ারগিভিং ট্রেডেও প্রশিক্ষণ কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে।

এ প্রশিক্ষণের আওতায় পিছিয়েপড়া জনগোষ্ঠীকে বিদেশে প্রেরণের মাধ্যমে উচ্চ বেতনে কর্মসংস্থানের সুযোগ করে দেয়া যাবে। সেপ্টেম্বর ২০২৩ পর্যন্ত কেয়ারগিভিং ট্রেডে ১,৭৯৯ জন প্রশিক্ষণার্থীর নিবন্ধন সম্পন্ন হয়েছে, যার মধ্যে জাতীয় দক্ষতা উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ (এনএসডিএ) হতে সনদপ্রাপ্ত হয়েছেন ৬০৭ জন। সনদপ্রাপ্তদের মধ্য হতে কেয়ারগিভিং পেশায় সম্পৃক্ত হয়েছেন ৪০৪ জন।

সম্প্রতি, প্রকল্পের নিয়মিত প্রশিক্ষণ কার্যক্রমের আওতায় বগুড়ায় অবস্থিত টিএমএসএস-এর ভেন্যুতে ফ্যাশন গার্মেন্টস ট্রেডে ১টি ব্যাচে মোট ২৫ জন হিজড়া প্রশিক্ষণ সম্পন্ন করেছেন; তাদের মধ্যে কর্মে নিয়োজিত হয়েছেন ২০ জন। একই ট্রেডে অপর একটি ব্যাচের (২৫ জন) প্রশিক্ষণ বর্তমানে চলমান রয়েছে।

প্রতিবন্ধীদের প্রশিক্ষণ, অনুদান ও ঋণ সহায়তা দিচ্ছে PPEPP-EU প্রকল্প

পুষ্টি ও প্রাথমিক স্বাস্থ্যসেবা প্রশিক্ষণ: PPEPP-EU প্রকল্পের আওতায় পুষ্টি ও প্রাথমিক স্বাস্থ্যসেবা কম্পোনেন্টভুক্ত কারিগরি কর্মকর্তাদের দক্ষতা উন্নয়নের লক্ষ্যে ১৯টি সহযোগী সংস্থার ১৬৫ জন কর্মকর্তাকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। যশোরে আদ্-দ্বীন ট্রেনিং সেন্টারে এ প্রশিক্ষণ কার্যক্রম আয়োজন করা হয়। ১০ দিন মেয়াদি এ প্রশিক্ষণে স্থানীয় সরকারি স্বাস্থ্যসেবা প্রদানকারী প্রতিষ্ঠানের সাথে সমন্বয় রেখে প্রকল্প বাস্তবায়নে বিশেষভাবে জোর দেয়া হয়। এছাড়া, প্রকল্পের অন্যান্য কম্পোনেন্টের সাথে সমন্বয় রেখে পুষ্টি ও প্রাথমিক স্বাস্থ্যসেবা কার্যক্রম পরিচালনা এবং প্রশিক্ষণে লব্ধ কারিগরি জ্ঞান মাঠ পর্যায়ে বাস্তবায়ন কৌশল নিয়ে আলোচনা করা হয়।

কর্মশালা: PPEPP-EU প্রকল্প বাস্তবায়নকারী সহযোগী সংস্থাসমূহের অংশগ্রহণে চারটি আঞ্চলিক কর্মশালা আয়োজন করা হয়। পিকেএসএফ-এর কর্মকর্তাসহ ১৯টি সহযোগী সংস্থার প্রকল্প সমন্বয়কারী, কারিগরি কর্মকর্তা ও এমআইএস এসোসিয়েট চারটি অঞ্চলে (দেশের উত্তর-পশ্চিমাঞ্চল, দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চল, হাওড়াঞ্চল ও নির্বাচিত ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠী অধ্যুষিত এলাকা) অনুষ্ঠিত এসব কর্মশালায় যোগদান করেন। কর্মশালায় প্রকল্পের ২০২২-২০২৩ অর্থবছরের বাজেট বাস্তবায়ন বিষয়ক অগ্রগতি পর্যালোচনা, প্রকল্পের কার্যক্রম বাস্তবায়নের বিদ্যমান চ্যালেঞ্জ ও উত্তরণ বিষয়ে প্রয়োজনীয় দিকনির্দেশনা প্রদান করা হয়।

আরবিএম বিষয়ক ওরিয়েন্টেশন: PPEPP-EU প্রকল্পের রেজাল্ট বেইজড মনিটরিং (আরবিএম)-এর ৩য় রাউন্ড বাস্তবায়ন এবং তথ্য সংগ্রহ প্রক্রিয়ার ওপর ৮ আগস্ট ২০২৩ তারিখে রংপুরে হাতেকলমে অবহিতকরণ কর্মশালা আয়োজন করা হয়।

পিকেএসএফ পর্যায়ে PPEPP-EU প্রকল্প বাস্তবায়ন ইউনিটের কর্মকর্তাবৃন্দ এবং সহযোগী সংস্থা পর্যায়ের কারিগরি ও সহকারী কারিগরি কর্মকর্তাবৃন্দ এতে অংশগ্রহণ করেন। চারটি অঞ্চলে লগফ্রেম লক্ষ্যমাত্রার বিপরীতে PPEPP-EU প্রকল্পের অগ্রগতি মূল্যায়নে আরবিএম-এর ৩য় রাউন্ডের তথ্য সংগ্রহ করা হচ্ছে।

প্রতিবন্ধী সদস্যদের দক্ষতা উন্নয়নে প্রশিক্ষণ: PPEPP-EU প্রকল্পের প্রতিবন্ধী অতিদরিদ্র সদস্যদের টেকসই আয়বর্ধনমূলক কর্মকাণ্ডের সুযোগ সৃষ্টির লক্ষ্যে জেলা পর্যায়ে বিশেষ দক্ষতা উন্নয়ন প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়। বিশেষায়িত এ প্রশিক্ষণে প্রতিবন্ধী সদস্যদের সক্ষমতা ও উপযুক্ততা বিবেচনা করে ভিন্ন ভিন্ন জীবিকায়নের সুযোগ সৃষ্টি করা হয়। আয়বর্ধনমূলক কর্মকাণ্ডে অংশগ্রহণে ইচ্ছুক প্রতিবন্ধী সদস্যদের চাহিদা অনুযায়ী প্রশিক্ষণের বিষয়বস্তু চূড়ান্ত করা হয়। দক্ষতা উন্নয়ন ছাড়াও প্রকল্পের আওতায় প্রতিবন্ধীদের প্রয়োজনীয় কারিগরি সহায়তা, অনুদান ও ঋণ সহায়তা প্রদান করা হচ্ছে।

বিশ্ব মাতৃদুগ্ধ সপ্তাহ পালন: শিশুর সুস্বাস্থ্যে মাতৃদুগ্ধের উপকারিতা বিষয়ে সচেতনতা তৈরির লক্ষ্যে ১-৭ আগস্ট ২০২৩ পর্যন্ত PPEPP-EU প্রকল্পের আওতায় মাঠ পর্যায়ে 'বিশ্ব মাতৃদুগ্ধ সপ্তাহ ২০২৩' পালন করা হয়। চলতি বছরে এ সপ্তাহের প্রতিপাদ্য ছিল 'কর্মজীবী মা-বাবার সহায়ক পরিবেশ গড়ি, মাতৃদুগ্ধ পান নিশ্চিত করি'।

SEP প্রকল্পের আওতায় উদ্যোগ উন্নয়নে ৮৩৪ কোটি টাকা বিতরণ

পিকেএসএফ ও বিশ্বব্যাংকের আর্থিক সহায়তায় সাসটেইনেবল এন্টারপ্রাইজ প্রজেক্ট (এসইপি)-এর মাধ্যমে কৃষি ও প্রক্রিয়াজাতকরণ সংশ্লিষ্ট ব্যবসাগুচ্ছভুক্ত ক্ষুদ্র-উদ্যোগের ব্যবসাসমূহ পরিবেশবান্ধবকরণের লক্ষ্যে বিভিন্ন কর্মকাণ্ড বাস্তবায়নে আর্থিক ও কারিগরি সহায়তা প্রদান করা হচ্ছে। এছাড়া, এসইপি'র মাধ্যমে পরিবেশবান্ধব উপযুক্ত প্রযুক্তির প্রচলন, উদ্যোগে উৎপাদিত পণ্যের বিপণন সামর্থ্য বৃদ্ধি ও ব্র্যান্ড তৈরিতে লক্ষিত ক্ষুদ্র-উদ্যোগসমূহে সহায়তা প্রদান করা হচ্ছে।

বর্তমানে প্রকল্পের আওতায় ৪৭টি সহযোগী সংস্থার মাধ্যমে ৬৪টি উপ-প্রকল্প মাঠ পর্যায়ে বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। আগামী ফেব্রুয়ারি ২০২৪-এ প্রকল্পের কার্যক্রম সমাপ্ত হবে। আগস্ট ২০২৩ পর্যন্ত প্রকল্পের আওতায় উপ-প্রকল্পসমূহের অনুকূলে 'অগ্রসর ঋণ' বাবদ ৭৫৪ কোটি টাকা বিতরণ করা হয়েছে এবং বিভিন্ন সাব-সেক্টরে স্বল্পসুদে 'সাধারণ সেবা ঋণ' হিসেবে ৮০ কোটি টাকা বিতরণ করা হয়েছে। এছাড়া, প্রকল্পের আওতায় বাস্তবায়নাধীন বিভিন্ন উপ-প্রকল্পে ভ্যালু চেইন, পরিবেশগত উন্নয়ন, উদ্যোক্তাদের দক্ষতা উন্নয়ন, ব্র্যান্ডিং, সাধারণ সেবা চালুকরণ এবং সৃজনশীল টেকসই পণ্য উৎপাদনসহ বিভিন্ন ধরনের কর্মকাণ্ড পরিচালিত হচ্ছে।

জুন ২০২৩ পর্যন্ত প্রকল্পের আওতায় দক্ষতা উন্নয়ন, ক্ষুদ্র-উদ্যোগ ব্যবস্থাপনা, পরিবেশ ব্যবস্থাপনা, ডিজিটাল মার্কেটিংসহ বিভিন্ন বিষয়ে ৪৫,৩০৮ জন ক্ষুদ্র-উদ্যোক্তাকে (২১,৭৪৮ নারী ও ২৩,৫৬০ পুরুষ) প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। এছাড়া, প্রকল্পের আওতাধীন ৪৮,০২৩ জন ক্ষুদ্র-উদ্যোক্তা বিভিন্ন পরিবেশগতভাবে টেকসই চর্চা রপ্ত করেছেন।

পাঠাগার উদ্বোধন: গত ২২ আগস্ট ২০২৩ তারিখে এসইপি'র আওতায় সহযোগী সংস্থা ইএসডিও কর্তৃক পরিবেশবান্ধব হলো-ব্লক দ্বারা নির্মিত আধুনিক মডেল লাইব্রেরি উদ্বোধন করা হয়। 'পরিবেশবান্ধব নির্মাণ সামগ্রীর উৎপাদন ও ব্যবহার বৃদ্ধির উদ্যোগ' উপ-প্রকল্পের আওতায় প্রতিষ্ঠিত এ পাঠাগার উদ্বোধন করেন পিকেএসএফ-এর অতিরিক্ত ব্যবস্থাপনা পরিচালক মোঃ ফজলুল কাদের।

উদ্বোধনকালে Dr Donal Francis Brown, CBE, Associate Vice-President (Program Management Department) of IFAD; Arnoud Hameleers, IFAD's Country Director for Bangladesh, পিকেএসএফ-এর সিনিয়র মহাব্যবস্থাপক ড. আকন্দ মোঃ রফিকুল ইসলাম এবং ইএসডিও-এর নির্বাহী পরিচালক ড. মুহম্মদ শহীদ উজ জামান উপস্থিত ছিলেন।

রাজধানীতে সাড়া ফেললো

জামদানি প্রদর্শনী উৎসব

এসইপি প্রকল্পের আওতায় বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমির জাতীয় চিত্রশালায় অনুষ্ঠিত হয়েছে জামদানি উৎসব। ১৯ জুলাই ২০২৩ তারিখে 'অনন্য বয়নে জামদানি উৎসব' শীর্ষক ১১ দিনব্যাপী এ প্রদর্শনীর উদ্বোধন করেন মাননীয় পরিকল্পনা মন্ত্রী এম এ মান্নান, এমপি।

উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন গেইল মার্টিন, অ্যাক্টিং কান্ট্রি ডিরেক্টর ফর বাংলাদেশ অ্যান্ড ভুটান, বিশ্বব্যাংক। এছাড়া, অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন এসইপি'র টাস্ক টিম লিডার উন জু এলিসন এবং স্বাগত বক্তব্য প্রদান করেন টেকসই জামদানি উপ-প্রকল্প বাস্তবায়নকারী সংস্থা সেবা নারী ও শিশু কল্যাণ কেন্দ্রের নির্বাহী পরিচালক সাঈদা রোকসানা খান। উৎসব চলাকালে পিকেএসএফ-এর তৎকালীন চেয়ারম্যান ড. কিউ কে আহমদ এবং বর্তমান ব্যবস্থাপনা পরিচালক ড. নমিতা হালদার এনডিসি প্রদর্শনীটি বিভিন্ন সময়ে পরিদর্শন করেন।

প্রদর্শনীতে আদি জামদানি নকশায় বোনা হরেক রকম শাড়ি, নকশার নমুনা, প্রাকৃতিক রংয়ের উপকরণ, জামদানি কাপড়ে তৈরি বৈচিত্র্যময় বিভিন্ন পণ্য, ইনস্টলেশন আর্ট এবং জামদানি বয়নশিল্পীদের জীবন ও অভিজ্ঞতা নিয়ে তৈরি নানা চিত্রালংকরণ স্থান পায়। এটি কিউরেট করেন কারুশিল্প বিশেষজ্ঞ ও ডিজাইনার চন্দ্রশেখর সাহা। গীতিনাট্য, বাউল গান, সেমিনারসহ নানান আয়োজনে সাজানো হয় এ উৎসব।

এসইপি'র 'পরিবেশগত চর্চা প্রতিপালনের মাধ্যমে জামদানি পণ্যের অগ্রগামী বাজার সম্প্রসারণ' শীর্ষক উপ-প্রকল্পের মাধ্যমে জামদানি শিল্পের সঙ্গে জড়িত ৭০০ উদ্যোক্তার পরিবেশ ব্যবস্থাপনা, দক্ষতা উন্নয়ন, ব্যবসা উন্নয়ন ও সক্ষমতা বৃদ্ধিতে আর্থিক ও কারিগরি সহায়তা প্রদান করা হচ্ছে।

ক্ষুদ্র উদ্যোগে উৎপাদিত পণ্যের ব্র্যান্ডিং ও বিপণনে সহায়তা দিচ্ছে PACE প্রকল্প

ইফাদের অর্থায়নে বাস্তবায়নাধীন পিকেএসএফ-এর PACE প্রকল্পের আওতায় ক্ষুদ্র উদ্যোগে অর্থায়নের পাশাপাশি বিভিন্ন সম্ভাবনাময় কৃষি ও অকৃষি উপখাতে ৮৮টি ভ্যালু চেইন উপ-প্রকল্প গ্রহণ করা হয়, যার মধ্যে বর্তমানে ৫৫টি মাঠ পর্যায়ে বাস্তবায়নাধীন রয়েছে। ভ্যালু চেইন উপ-প্রকল্পগুলোর মাধ্যমে ৬ লক্ষাধিক উদ্যোক্তা এবং উদ্যোগ সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি কারিগরি, প্রযুক্তি ও বিপণন সহায়তা পাচ্ছেন। এ প্রকল্পের ক্ষুদ্র উদ্যোগে আর্থিক পরিষেবা সম্প্রসারণ এবং ভ্যালু চেইন উন্নয়ন বিষয়ক সকল লক্ষ্যমাত্রা অর্জিত হয়েছে। ক্ষুদ্র উদ্যোগ সম্প্রসারণের মাধ্যমে দারিদ্র্য দূরীকরণে প্রকল্পের প্রভাব মূল্যায়নের জন্য পরামর্শক প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে একটি প্রভাব মূল্যায়ন সমীক্ষা (Impact Assessment) সম্পাদনের পদক্ষেপ নেয়া হয়েছে। উল্লেখ্য, প্রকল্পটি আগামী ৩১ ডিসেম্বর ২০২৩ তারিখে শেষ হবে।

IFAD Supervision Mission: বিগত ৩-১২ সেপ্টেম্বর ২০২৩ তারিখ পর্যন্ত পরিচালিত PACE প্রকল্পের জন্য ইফাদের Supervision Mission প্রকল্পের সার্বিক অগ্রগতি পর্যালোচনা করে নির্ধারিত সময়ের মধ্যে প্রকল্পের সকল কর্মকাণ্ড বাস্তবায়ন শেষ করতে বিভিন্ন পরামর্শ দিয়েছে। মিশনটি যশোর ও ঝিনাইদহ জেলায় প্রকল্পের মাঠ পর্যায়ের কর্মকাণ্ড পরিদর্শন করে। গত ১২ সেপ্টেম্বর ২০২৩ তারিখে পিকেএসএফ-এর অতিরিক্ত ব্যবস্থাপনা পরিচালক মোঃ ফজলুল কাদেরের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত pre-wrap-up সভা অনুষ্ঠিত হয়। ১৯ সেপ্টেম্বর ২০২৩ তারিখে আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগের অতিরিক্ত সচিব মফিজ উদ্দীন আহমেদের সভাপতিত্বে মিশনের সমাপনী সভা অনুষ্ঠিত হয়।

ক্ষুদ্র উদ্যোগ পণ্যের ব্র্যান্ডিং ও অনলাইন বিপণন বিষয়ক কর্মশালা: সুনামগঞ্জস্থ সহযোগী সংস্থা এফআইভিডিবি-তে ২৬ জুলাই ২০২৩ তারিখে এবং জয়পুরহাটে সহযোগী সংস্থা জাকস ফাউন্ডেশনে ৩০ আগস্ট ২০২৩ তারিখে ক্ষুদ্র উদ্যোগ পণ্যের মানোন্নয়ন ও অনলাইন বিপণন বিষয়ক আঞ্চলিক কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়। এ দু'টি কর্মশালায় পিকেএসএফ-এর সহযোগী সংস্থার ৮০ জন প্রতিনিধি অংশগ্রহণ করেন।

রপ্তানি হচ্ছে রাসায়নিক ছাড়াই উৎপাদিত নিরাপদ সবজি

পিকেএসএফ সমন্বিত কৃষি ইউনিটের আওতায় দেশের বিভিন্ন স্থানে ৩৬টি সহযোগী সংস্থার মাধ্যমে নিরাপদ সবজি উৎপাদন, সংরক্ষণ, প্রক্রিয়াজাতকরণ এবং বাজারজাতকরণ করছে। এ কার্যক্রমের মাধ্যমে পর্যাপ্ত জৈব সার (কম্পোস্ট, ট্রাইকো-কম্পোস্ট এবং ভার্মিকম্পোস্ট), গুটি ইউরিয়া, ফেরোমন ফাঁদ, রঙীন ফাঁদ (হলুদ ফাঁদ, নীল ফাঁদ, সাদা ফাঁদ), বিষটোপসহ বিভিন্ন আধুনিক কলাকৌশল ব্যবহার করে নিরাপদ সবজি উৎপাদন করা হচ্ছে। ফলে রাসায়নিক সার এবং বালাইনাশকের ব্যবহার কমেছে এবং স্থানীয় পর্যায়ে নিরাপদ সবজির সরবরাহ বৃদ্ধি পেয়েছে।

নিরাপদ সবজির আলাদা বাজার তৈরির লক্ষ্যে কর্ম এলাকায় নিরাপদ সবজি বিক্রয়কেন্দ্র স্থাপন করা হয়েছে। এ পর্যন্ত দেশের বিভিন্ন এলাকায় ১৭২টি নিরাপদ সবজি উৎপাদনের ক্লাস্টার তৈরি হয়েছে। বর্তমানে কুমিল্লা জেলার বুড়িচং উপজেলার নিমসার বাজার থেকে নিয়মিত মধ্যপ্রাচ্যের বিভিন্ন দেশে রপ্তানি হচ্ছে নিরাপদ সবজি। মানিকগঞ্জ জেলার সিংগাইর উপজেলা থেকে সংগৃহীত নিরাপদ সবজি ঢাকার মানিক মিয়া এভিনিউতে কৃষি বিপণন অধিদপ্তর পরিচালিত 'কৃষকের বাজার'-এ বিক্রি হচ্ছে।

সমৃদ্ধি কর্মসূচি : নানাবিধ সেবা পাচ্ছেন ৬২.৫৩ লক্ষ মানুষ

সমৃদ্ধি কর্মসূচি বর্তমানে দেশের ৬১ জেলার ১৬১ উপজেলার ১৯৭ ইউনিয়নে বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। এ কর্মসূচির আওতায় পিকেএসএফ-এর ১১০টি সহযোগী সংস্থার মাধ্যমে ১৩.৭৬ লক্ষ খানার প্রায় ৬২.৫৩ লক্ষ সদস্যকে বিভিন্ন রকম সেবা প্রদান করা হচ্ছে। সমৃদ্ধির উল্লেখযোগ্য কার্যক্রমগুলো হচ্ছে স্বাস্থ্য ও পুষ্টি; শিক্ষা সহায়তা; পরিবার উন্নয়ন পরিকল্পনা ও সমৃদ্ধি ঋণ; উন্নয়নে যুব সমাজ; সমৃদ্ধ বাড়ি ইত্যাদি।

স্বাস্থ্যসেবা ও পুষ্টি: সমৃদ্ধি কর্মসূচিভুক্ত ১৯৭টি ইউনিয়নে ৩৬৩টি ইউনিটের মাধ্যমে স্বাস্থ্যসেবা ও পুষ্টি কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে। এ কার্যক্রমের মাধ্যমে সমৃদ্ধিভুক্ত ইউনিয়নের মোট ১৩.৭৬ লক্ষ খানার মাধ্যমে প্রায় ৬২.৫৩ লক্ষ মানুষকে স্বাস্থ্যসেবা প্রদান করা হচ্ছে।

শিক্ষা সহায়তা: ২০২৩ শিক্ষাবর্ষে মোট ৫,৯৮৫টি শিক্ষা সহায়তা কেন্দ্র পরিচালনা করা হচ্ছে। এ কার্যক্রমের আওতায় বর্তমানে মোট ১,৫৪,৯৫৭ জন শিক্ষার্থীকে পাঠদানে সহায়তা করা হচ্ছে।

দিবস উদ্‌যাপন: জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ৪৮তম শাহাদত বার্ষিকী উপলক্ষ্যে ১৫ আগস্ট ২০২৩ তারিখে সমৃদ্ধি কর্মসূচির স্বাস্থ্যসেবা কার্যক্রমের আওতায় কর্মসূচিভুক্ত ১৯৭টি ইউনিয়নের বাসিন্দাদের জন্য মাসব্যাপী 'বিনামূল্যে ডায়াবেটিস পরীক্ষা ক্যাম্প' আয়োজন করা হয়। এ কার্যক্রমের মাধ্যমে প্রায় ৩০,০০০ মানুষকে বিনামূল্যে এ সেবা প্রদান করা হয়।

সমৃদ্ধি শিক্ষাকেন্দ্রে ৩ লক্ষাধিক গাছের চারা বিতরণ: শিশুদের মাঝে পরিবেশ বিষয়ে সচেতনতা সৃষ্টির লক্ষ্যে ২০২৩ সালের আগস্ট ও সেপ্টেম্বর মাসে সারাদেশে পরিচালিত ৫,৯৮৫টি সমৃদ্ধি শিক্ষা সহায়তা কেন্দ্রের প্রায় ১.৫৫ লক্ষ শিক্ষার্থীর মাঝে একটি করে ফলজ ও বনজ বৃক্ষের মোট ৩ লক্ষাধিক চারা বিতরণ করা হয়।

প্রবীণ জনগোষ্ঠীর জীবনমান উন্নয়ন কর্মসূচি

দারিদ্র্য দূরীকরণে বহুমাত্রিক কর্মসূচির অংশ হিসেবে এবং প্রবীণ জনগোষ্ঠীর জন্য একটি মর্যাদাপূর্ণ জীবন নিশ্চিত করার লক্ষ্যে ২০১৬ সালে শুরু হওয়া পিকেএসএফ-এর 'প্রবীণ জনগোষ্ঠীর জীবনমান উন্নয়ন কর্মসূচি' বর্তমানে ১০১টি সহযোগী সংস্থার মাধ্যমে ৫৯ জেলার ১৪৯ উপজেলার ২১২ ইউনিয়নে মোট ৩.১৯ লক্ষ প্রবীণকে নিয়ে বাস্তবায়িত হচ্ছে।

২০২৩-২৪ অর্থবছরের জুলাই-সেপ্টেম্বর পর্যন্ত প্রায় ৩০ হাজার প্রবীণকে স্বাস্থ্যসেবা প্রদান করা হয়েছে। এ সময়ে ৭,৩০৫ জন প্রবীণের মাঝে ১.৪১ কোটি টাকা পরিপোষক ভাতা বিতরণ করা হয়েছে। কর্মসূচির আওতায় প্রবীণদের স্বাস্থ্য ও চিকিৎসাসেবা প্রদানের পাশাপাশি তাদের মানসিক স্বাস্থ্যের বিকাশে বিভিন্ন চিত্তবিনোদনমূলক কর্মকাণ্ড (যেমন সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতা ও ক্রীড়া কার্যক্রম) আয়োজন করা হয়। সেপ্টেম্বর ২০২৩ পর্যন্ত ১২০টি প্রবীণ কেন্দ্র নির্মাণ করা হয়েছে। এছাড়া, এ পর্যন্ত ২,৩৬২ জন প্রবীণকে একটি করে হুইল চেয়ার প্রদান করা হয়েছে।

গ্রামীণ পানি সরবরাহ, স্যানিটেশন ও স্বাস্থ্যবিধি প্রকল্পের কার্যক্রম সম্প্রসারণ

পিকেএসএফ পরিচালিত Bangladesh Rural Water, Sanitation and Hygiene for Human Capital Development (BD Rural WASH for HCD) প্রকল্পের মাঠ পর্যায়ের কার্যক্রম প্রাথমিক পর্যায়ে রংপুর, ময়মনসিংহ, সিলেট ও চট্টগ্রাম বিভাগের নির্বাচিত ১৮ জেলার ৭৮ উপজেলায় ৫৭ সহযোগী সংস্থার মাধ্যমে বাস্তবায়ন করা হয়।

পরবর্তী পর্যায়ে, এ জেলাগুলোর ১৬২ উপজেলায় প্রকল্পের কার্যক্রম সম্প্রসারণ করে জনসাধারণকে নিরাপদ ব্যবস্থাপনায় পানি সরবরাহ ও নিরাপদ ব্যবস্থাপনায় টয়লেট ব্যবহার সুবিধার আওতায় আনা হয়।

BD Rural WASH for HCD প্রকল্প অধিকতর সফলভাবে বাস্তবায়নের লক্ষ্যে প্রকল্পের অপর বাস্তবায়নকারী সংস্থা জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর (ডিপিএইচই)-এর কর্ম এলাকাভুক্ত ১২ জেলার ২০ উপজেলা পিকেএসএফ-এর কর্ম এলাকার আওতায় আনা হয়।

এ উপজেলাসমূহে প্রকল্পের কার্যক্রম বাস্তবায়নের জন্য পিকেএসএফ-এর ১৯টি সহযোগী সংস্থা নির্বাচন করা হয়।

বর্তমানে মোট ৮টি বিভাগের ৩০ জেলার ১৮২ উপজেলায় ৭৬ সহযোগী সংস্থার মাধ্যমে BD Rural WASH for HCD প্রকল্পের কার্যক্রম বাস্তবায়ন করা হচ্ছে।

সম্প্রসারিত কর্ম এলাকায় প্রকল্পের লক্ষ্য অর্জনের জন্য সহযোগী সংস্থাসমূহে অর্থ বরাদ্দ ও প্রকল্প ব্যবস্থাপনা ইউনিট (পিএমইউ)-এর বিশেষ উদ্যোগে মাঠ কর্মকর্তাদের ওরিয়েন্টেশন সেশন পরিচালিত হচ্ছে। ইতোমধ্যে ১৭টি ওরিয়েন্টেশন সেশন সম্পন্ন হয়েছে।

BD Rural WASH for HCD প্রকল্পের আওতায় আগস্ট ২০২৩ পর্যন্ত ৩০,৯৬৯টি নিরাপদ ব্যবস্থাপনায় পানি সরবরাহ ব্যবস্থা এবং ১০৭,৬১০টি নিরাপদ ব্যবস্থাপনায় দুই গর্ত বিশিষ্ট টয়লেট নির্মাণ সম্পন্ন হয়েছে।

LIFT-এর সহায়তায় জলবায়ু সহিষ্ণু কালার ব্রয়লার মুরগি পালন

পিকেএসএফ সহযোগী সংস্থাসমূহের মাধ্যমে LIFT কর্মসূচির আওতায় পারিবারিক, বাণিজ্যিক ও প্যারেন্টস্টক খামার পর্যায়ে জলবায়ু সহিষ্ণু কালার ব্রয়লার মুরগি পালনের মাধ্যমে পুষ্টি নিরাপত্তা ও দারিদ্র্য বিমোচন উদ্যোগটি বাস্তবায়ন করছে। এর মূল উদ্দেশ্য হলো দেশি মুরগির তুলনায় অধিক উৎপাদনশীল, জলবায়ু সহিষ্ণু এবং সুস্বাদু মাংস উৎপাদন করে এমন মুরগির জাত সম্প্রসারণ করা।

সহযোগী সংস্থা গ্রামীণ জন উন্নয়ন সংস্থার এমন একজন উদ্যোক্তা মোঃ ইব্রাহীম। তিনি সংস্থার নিকট কালার ব্রয়লার মুরগি পালন করার আগ্রহ ব্যক্ত করেন। তিনি মাচা পদ্ধতিতে ঘর নির্মাণ করে অনুদান হিসাবে প্রাপ্ত ১৫০টি কালার ব্রয়লার মুরগির বাচ্চার পাশাপাশি আরও ১০০টি বাচ্চা ক্রয় করে পালন শুরু করেন।

মোঃ ইব্রাহীম ব্রুডিং, ভ্যাকসিনেশন, সঠিক মাত্রায় সুষম খাবার সরবরাহ এবং আলোক ব্যবস্থাপনা অনুসরণ করেন। এর ফলে, মুরগির মৃত্যুহার ১%-এ নেমে আসে এবং পালনকৃত মুরগি ৪০ দিনে গড়ে ১ কেজি ওজনের হয়। মোঃ ইব্রাহীম ৪০ দিনে তার বিনিয়োগকৃত ৩৭ হাজার টাকার বিপরীতে ১৪ হাজার টাকা মুনাফা অর্জন করেন।

কৈশোর কর্মসূচি: ৩২৫টি বাল্যবিবাহ প্রতিরোধে সহায়তা

'তারুণ্যে বিনিয়োগ টেকসই উন্নয়ন' এ প্রতিপাদ্যকে সামনে রেখে জুলাই ২০১৯ হতে পিকেএসএফ-এর 'কৈশোর কর্মসূচি' মূলত মূল্যবোধ ও নৈতিকতা সম্পন্ন ভবিষ্যৎ প্রজন্ম গড়ে তোলার লক্ষ্যে বাস্তবায়িত হচ্ছে। এ কর্মসূচি বর্তমানে ৬৬ সহযোগী সংস্থার মাধ্যমে ৫৫ জেলার ১৪৩ উপজেলায় শতভাগ ইউনিয়নের প্রতিটি ওয়ার্ডে দু'টি (কিশোর ও কিশোরী) ক্লাব গঠন করে বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। কর্মসূচির আওতায় এ পর্যন্ত ২৪ হাজার ক্লাব গঠন করা হয়েছে। ক্লাবসমূহের মাধ্যমে এ যাবৎ প্রায় ৬ লক্ষ কিশোর-কিশোরী সংগঠিত হয়েছে।

সচেতনতা বৃদ্ধি ও মূল্যবোধের অনুশীলন, নেতৃত্ব ও জীবন-দক্ষতা উন্নয়ন, পুষ্টি ও স্বাস্থ্যসেবা এবং সাংস্কৃতিক ও ক্রীড়া কর্মকাণ্ড - এ ৪টি পরিসরে মাঠ পর্যায়ে নানাবিধ কার্যক্রম বাস্তবায়িত হচ্ছে। জুলাই-সেপ্টেম্বর ২০২৩ সময়ে ক্লাব গঠন কার্যক্রম শতকরা ৯২ ভাগে উন্নীত হয়েছে এবং ক্লাবসমূহে নিয়মিতভাবে সভা আয়োজন ও অভিভাবকগণের অংশগ্রহণে বিভিন্ন বিষয়ে উঠান বৈঠক আয়োজন করা হয়েছে। এ পর্যন্ত ক্লাবের সদস্যদের অংশগ্রহণে উপজেলা পর্যায়ে ১৫১টি ক্রীড়া ও ১৫৪টি সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতা, ৬৬টি ম্যারাথন দৌড়, ৪৮টি সাইকেল র‍্যালি, এবং ৪৪৬টি সমন্বয় সভা আয়োজন করা হয়। এছাড়া, ক্লাবসমূহে ৪৫৫টি পাঠাগার স্থাপন করা হয়েছে এবং ২,১৫৩টি পাঠচক্র অনুষ্ঠিত হয়।

এ সময়ে ইউনিয়ন পর্যায়ে সামাজিক ও স্বাস্থ্য সচেতনতা বিষয়ক প্রশিক্ষণ ১,৬০১টি, সফট স্কিল উন্নয়ন প্রশিক্ষণ ১,৯২৬টি, নেতৃত্ব উন্নয়ন বিষয়ক ১,১৬২টি কর্মকাণ্ড এবং ১০,৭৯৭টি উঠান বৈঠক আয়োজন করা হয়েছে। এছাড়া, সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ডের আওতায় ২,২৩৭টি এবং ক্রীড়া কর্মকাণ্ডের আওতায় ২,৪৭৫টি ইনডোর ও আউটডোর ক্রীড়া প্রতিযোগিতা আয়োজন করা হয়েছে।

এ পর্যন্ত ২,০০৫ কিশোর-কিশোরীর রক্তের গ্রুপ নির্ণয় করা হয়েছে। ক্লাবের সদস্যরা ৩২৫টি বাল্যবিবাহ, ৪৫১টি যৌতুক, ২৩৮টি যৌন হয়রানির ঘটনা রোধে স্থানীয় প্রশাসনকে অবহিত করে যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ করেছে। কৈশোর কর্মসূচির আওতায় মাঠ পর্যায়ের কর্মকর্তাদের সক্ষমতা বৃদ্ধি করার লক্ষ্যে 'কিশোর-কিশোরী ক্ষমতায়ন' শীর্ষক ৪ দিনব্যাপী (২৪-২৭ সেপ্টেম্বর ২০২৩) আবাসিক প্রশিক্ষণ আয়োজন করা হয়। পিকেএসএফ হতে ৪ জন এবং মাঠ পর্যায় থেকে ৩০ জন কর্মকর্তা এ প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণ করেন।

প্রশিক্ষণ কার্যক্রম

পিকেএসএফ-এর তৎকালীন চেয়ারম্যান ড. কিউকে আহমদ ও ব্যবস্থাপনা পরিচালক ড. নমিতা হালদার এনডিসি-এর সাথে Executive Leadership কোর্সে অংশগ্রহণকারীদের একাংশ

সহযোগী সংস্থা পর্যায়ে প্রশিক্ষণ

সহযোগী সংস্থার মাঠ পর্যায়ের চাহিদা বিবেচনায় রেখে পিকেএসএফ বর্তমানে ১১টি কোর্সে শ্রেণিকক্ষভিত্তিক প্রশিক্ষণ প্রদান করছে। জুলাই-সেপ্টেম্বর ২০২৩ প্রান্তিকে পিকেএসএফ ভবনে শ্রেণিকক্ষভিত্তিক প্রশিক্ষণের আওতায় ৭টি ব্যাচে সহযোগী সংস্থাসমূহের উচ্চ ও মধ্যম পর্যায়ের ১৪৭ কর্মকর্তাকে ৬টি কোর্সে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে।

ক্ষুদ্র উদ্যোগ বিষয়ক বিশেষ কৌশল প্রশিক্ষণ: পিকেএসএফ-এর সহযোগী সংস্থার উচ্চ ও মধ্যম পর্যায়ে উদ্যোগ উন্নয়ন কার্যক্রম সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের ক্ষুদ্র উদ্যোগ ঋণ কার্যক্রম সক্ষমতার সাথে পরিচালনার লক্ষ্যে ৫ দিন মেয়াদি 'ক্ষুদ্র উদ্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ক্ষুদ্র উদ্যোগে অর্থায়ন কৌশল' শীর্ষক নতুন একটি প্রশিক্ষণ কোর্স চালু করা হয়েছে। ২৭-৩১ আগস্ট ২০২৩ তারিখে সহযোগী সংস্থার ২১ জন কর্মকর্তার অংশগ্রহণে এ বিষয়ে প্রথম ব্যাচের প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত হয়।

The Art of Facilitation: সহযোগী সংস্থার প্রশিক্ষণ, কর্মশালা ও সভা পরিচালনার সাথে সম্পৃক্ত কর্মকর্তাদের উপস্থাপন কলা-কৌশলগত দক্ষতা বৃদ্ধির মাধ্যমে বিষয়বস্তু উপস্থাপনায় বৈচিত্র্য আনয়নের লক্ষ্যে ৩ দিন মেয়াদি The Art of Facilitation শীর্ষক নতুন একটি প্রশিক্ষণ কোর্স চালু করা হয়েছে। এ কোর্সটির ১ম ব্যাচে ৩-৫ সেপ্টেম্বর ২০২৩ তারিখে সহযোগী সংস্থার ২১ জন কর্মকর্তা অংশগ্রহণ করেন।

Executive Leadership Training গ্রহীতাদের মতবিনিময়: সহযোগী সংস্থার বিভিন্ন স্তরের কর্মকর্তার নেতৃত্ব উন্নয়নের লক্ষ্যে ৩টি ব্যাচে ৭৫ সহযোগী সংস্থার মোট ৭৫ কর্মকর্তাকে Executive Leadership কোর্সে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়।

এ প্রশিক্ষণার্থীদের অংশগ্রহণে ০৩ আগস্ট ২০২৩ তারিখে একটি মতবিনিময় সভা আয়োজন করা হয়। সভায় পিকেএসএফ-এর তৎকালীন চেয়ারম্যান ড. কাজী খলীকুজ্জমান আহমদ, ব্যবস্থাপনা পরিচালক ড. নমিতা হালদার এনডিসি এবং অতিরিক্ত ব্যবস্থাপনা পরিচালক ড. মোঃ জসীম উদ্দিন উপস্থিত ছিলেন।

সহযোগী সংস্থার প্রশিক্ষণ কার্যক্রম উন্নয়ন বিষয়ক কর্মশালা: যে সকল সহযোগী সংস্থার প্রশিক্ষণ শাখা/ইউনিট নেই তাদেরকে প্রশিক্ষণ শাখা গঠনে উদ্বুদ্ধ করার লক্ষ্যে ১৬ আগস্ট ২০২৩ তারিখে এবং যে সকল সহযোগী সংস্থার প্রশিক্ষণ শাখা/ইউনিট রয়েছে তাদের প্রশিক্ষণ শাখার কার্যক্রমের পরিধি বিস্তার ও মানোন্নয়নের লক্ষ্যে ১৭ আগস্ট ও ২৩ আগস্ট ২০২৩ তারিখে পিকেএসএফ ভবনে পৃথক ৩টি কর্মশালা আয়োজন করা হয়। কর্মশালায় ১৫৮টি সহযোগী সংস্থার নির্বাহী পরিচালক এবং প্রশিক্ষণ শাখা প্রধান/ফোকাল পার্সনসহ ২৮৭ জন অংশগ্রহণ করেন।

ইন্টার্নশিপ কার্যক্রম: জুলাই-সেপ্টেম্বর ২০২৩ ত্রৈমাসিকে বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের স্নাতক ও স্নাতকোত্তর পর্যায়ের ১২ শিক্ষার্থীর ইন্টার্নশিপ কার্যক্রম চলমান রয়েছে। চলমান ইন্টার্নশিপ কার্যক্রমে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ১১ জন এবং বাংলাদেশ ইউনিভার্সিটি অব প্রফেশনালস-এর ১ জন শিক্ষার্থী রয়েছেন।

পিকেএসএফ কর্মকর্তাবৃন্দের প্রশিক্ষণ

বিদেশে প্রশিক্ষণ: জুলাই-সেপ্টেম্বর ২০২৩ সময়ে দেশের বাইরে পিকেএসএফ-এর ১৫ জন কর্মকর্তা IMPEX JAPAN Co. Ltd, Japan; Asian Institute of Technology (AIT), Thailand; International Fund for Agricultural Development (IFAD) and International Training Centre of ILO (ITCILO); United Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCCC) এবং Green Climate Fund (GCF) কর্তৃক আয়োজিত অভিজ্ঞতা বিনিময় সফর, প্রশিক্ষণ ও সভায় অংশগ্রহণ করেন।

দেশের অভ্যন্তরে প্রশিক্ষণ: এ সময়ে পিকেএসএফ-এর মোট ৪২৪ জন কর্মকর্তা (কোনো কোনো কর্মকর্তা একাধিক প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণ করেন) দেশের অভ্যন্তরে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান ও পিকেএসএফ ভবনে আয়োজিত বিভিন্ন প্রশিক্ষণ ও ওরিয়েন্টেশনে অংশগ্রহণ করেন।

১০ জুলাই-০৩ আগস্ট ২০২৩ তারিখে গ্রাফিক্স ডিজাইন বিষয়ক প্রশিক্ষণে পিকেএসএফ-এর ২০ জন কর্মকর্তা অংশগ্রহণ করেন।

পিকেএসএফ-এর ঋণ কার্যক্রম

ঋণ বিতরণ (পিকেএসএফ-সহযোগী সংস্থা)

জুলাই ২০২২-জুন ২০২৩ পর্যন্ত পিকেএসএফ থেকে সহযোগী সংস্থা পর্যায়ে ৬,৭১৯.৭২ কোটি (টেবিল-২) টাকা ঋণ বিতরণ করা হয়। পিকেএসএফ থেকে সহযোগী সংস্থা পর্যায়ে ক্রমপুঞ্জিভূত ঋণ বিতরণের পরিমাণ ৫৫,৮২৩.২৩ কোটি (টেবিল-১) টাকা এবং সহযোগী সংস্থা হতে ঋণ আদায় হার শতকরা ৯৯.৫৯ ভাগ। নিচে জুন ২০২৩ পর্যন্ত পিকেএসএফ-এর ক্রমপুঞ্জিভূত ঋণ বিতরণ এবং ঋণস্থিতির সংক্ষিপ্ত চিত্র উপস্থাপন করা হলো।

টেবিল-১ ক্রমপুঞ্জিভূত ঋণ বিতরণ ও ঋণস্থিতি (পিকেএসএফ-সহযোগী সংস্থা)

কর্মসূচি/প্রকল্প মূলস্রোত কর্মসূচি	ক্রমপুঞ্জিভূত ঋণ বিতরণ (কোটি টাকায়) (জুন ২০২৩ পর্যন্ত)	ঋণস্থিতি (কোটি টাকায়) (৩০ জুন ২০২৩ তারিখে)
জাগরণ	১৮৪৬১.৪২	২৭৫৮.৭৪
অগ্রসর	১০৫৯৪.৮৫	২৩৯০.৩৭
সুফলন	১২২৭৪.৪৬	৬১৭.২৫
বুনিয়াদ	৩৫২৪.৭৭	৪৯২.২৭
কেজিএফ	১৫০২.৬৫	৪৩.৭০
সমৃদ্ধি	১৪৭৮.৬৫	৪৬১.০৬
এলআরএল	১১০০.০০	৪৯৫.৬৯
লিফট	২৪৯.৯৭	৫২.৩১
এসডিএল	৬৯.৮০	৫.৫৪
আবাসন	২৭৪.৫০	২৩৬.৬৭
অন্যান্য (প্রাতিষ্ঠানিক ঋণসহ)	৪৪১.৫৫	৫২.৭৭
মোট (মূলস্রোত কর্মসূচি)	**৪৯৯৭২.৬৩**	**৭৬০৬.৩৮**
প্রকল্পসমূহ		
ইফরাপ	১১২.২৫	১.৩৭
এফএসপি	২৫.৮৮	০.০০
এলআরপি	৮০.৩৮	০.০৬
এমএফএমএসএফপি	৩৬১.৯৬	৯.০৮
এমএফটিএসপি	২৬০.২৩	০.০৬
পিএলডিপি	৫৯.৩৯	০.০০
পিএলডিপি-২	৪১৩.০২	৮.৭৫
এলআইসিএইচএসপি	১৭০.৮০	৯৩.২১
অগ্রসর-এমডিপি	১৬৯০.৮৭	৭৬৬.৯৩
অগ্রসর-এসইপি	৭৫৪.০০	২৪৪.৬০
অগ্রসর-রেইজ	৭৬৩.২০	৭২৬.৮৫
অগ্রসর-এমএফসিই	৫১৭.০০	৫১৭.০০
অন্যান্য (প্রাতিষ্ঠানিক ঋণসহ)	১৯২১.৮৩	১৬৭৫.১৯
মোট (প্রকল্পসমূহ)	**৫৮৫০.৬১**	**২৭৯৯.২৪**
সর্বমোট	**৫৫৮২৩.২৩**	**১০৪০৫.৬২**

টেবিল-২ ঋণ বিতরণ (পিকেএসএফ-সহযোগী সংস্থা এবং সহযোগী সংস্থা-ঋণগ্রহীতা)

কার্যক্রম/প্রকল্পসমূহ	পিকেএসএফ হতে সহযোগী সংস্থা (জুলাই '২২-জুন '২৩)	সহযোগী সংস্থা হতে ঋণগ্রহীতা (জুলাই '২২-জুন '২৩)
জাগরণ	১৫৮৭.০৮	৩৫০৫৬.০৬
অগ্রসর	২৪৪৯.২৮	৪২২৪৯.৩১
বুনিয়াদ	৩৬৭.৪০	১১৮৩.৬৭
সুফলন	৯৭৪.৮৫	৭৪৯৩.২৬
কেজিএফ	১৭৯.০০	৫১১.৯৯
লিফট	১২.২৫	২৪৬.০০
সমৃদ্ধি	২৫৫.০০	১০৬৪.১২
এলআরএল	০.০০	৪৬১.৯৩
আবাসন	১৩৪.০০	১৯৪.৩৯
অন্যান্য	৭৬০.৮৭	১৫৫৯৯.৯৭
মোট	**৬৭১৯.৭২**	**১০৪০৬০.৭০**

ঋণ বিতরণ (সহযোগী সংস্থা হতে ঋণগ্রহীতা সদস্য)

২০২২-২০২৩ অর্থবছরে (জুন ২০২৩ পর্যন্ত) পিকেএসএফ থেকে প্রাপ্ত তহবিলের সহায়তায় সহযোগী সংস্থাসমূহ মাঠ পর্যায়ে সদস্যদের মধ্যে মোট ১,০৪,০৬০.৭০ কোটি টাকা ঋণ বিতরণ করেছে।

এ সময় পর্যন্ত সহযোগী সংস্থা হতে ঋণগ্রহীতা পর্যায়ে ক্রমপুঞ্জিভূত ঋণ বিতরণ ৬,৪৪,৮০৮.৬৫ কোটি টাকা এবং ঋণগ্রহীতা হতে সহযোগী সংস্থা পর্যায়ে ঋণ আদায় হার শতকরা ৯৯.৩৮ ভাগ।

জুন ২০২২-এ সহযোগী সংস্থা হতে ঋণগ্রহীতা সদস্য পর্যায়ে ঋণস্থিতির পরিমাণ ৬৪,১২৯.৫৬ কোটি টাকা।

একই সময়ে, পিকেএসএফ-এর কার্যক্রমের মোট সদস্য সংখ্যা ১.৮৯ কোটি, যার ৯১.২৭ শতাংশই নারী।

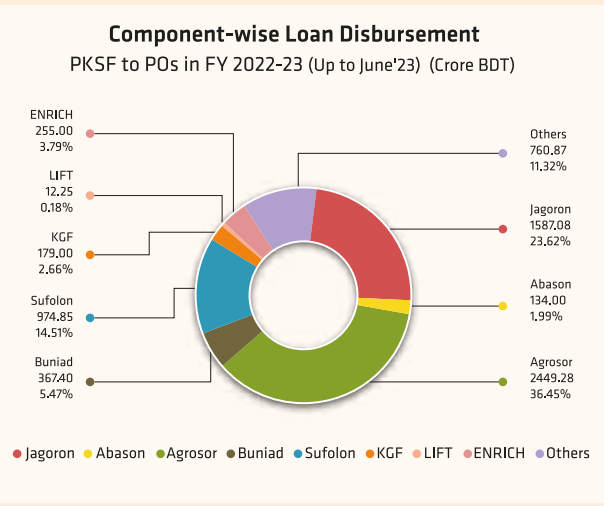

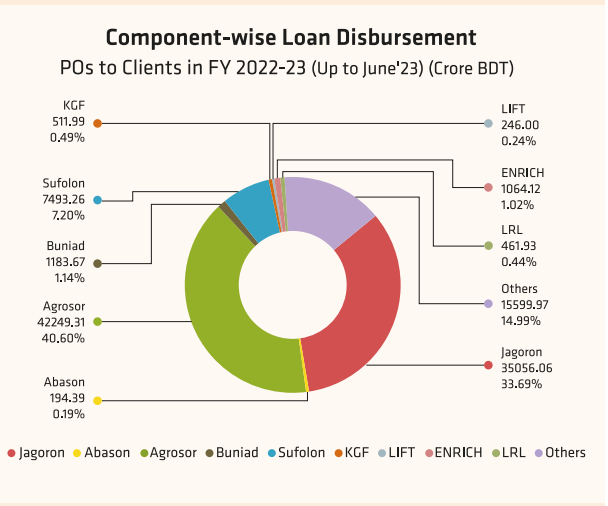

‘বাংলাদেশ উচ্চ-মধ্যম আয়ের দেশে পরিণত হওয়ার জন্য সঠিক পথেই রয়েছে’

RAISE প্রকল্পের অনুষ্ঠানে বিশ্বব্যাংকের ভারপ্রাপ্ত কান্ট্রি ডিরেক্টর

বাংলাদেশ ২০৪১ সালের মধ্যে উচ্চ-মধ্যম আয়ের দেশে পরিণত হবে বলে আশাবাদ ব্যক্ত করেছেন বিশ্বব্যাংকের বাংলাদেশ ও ভুটানের এ্যাক্টিং কান্ট্রি ডিরেক্টর Souleymane Coulibaly। তিনি বলেন, “বাংলাদেশ বিশ্বের দ্রুত বর্ধনশীল অর্থনীতির মধ্যে অন্যতম। আমি দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করি যে দেশটি ২০৪১ সালের মধ্যে উচ্চ-মধ্যম আয়ের দেশে পরিণত হওয়ার জন্য সঠিক পথেই রয়েছে, কারণ বাংলাদেশ করোনা মহামারি সত্ত্বেও এর অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি বজায় রেখেছে”।

পিকেএসএফ কর্তৃক আয়োজিত ‘বাংলাদেশে ছোটো উদ্যোগের ক্রমবিকাশ: প্রেক্ষিত RAISE প্রকল্প’ শীর্ষক এক মতবিনিময় সভায় সম্মাননীয় অতিথির বক্তব্যে তিনি এ কথা বলেন। গত ৫ সেপ্টেম্বর ২০২৩ তারিখে পিকেএসএফ ভবনে আয়োজিত এ অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন পিকেএসএফ-এর তৎকালীন চেয়ারম্যান ড. কাজী খলীকুজ্জমান আহমদ এবং এতে স্বাগত বক্তব্য রাখেন পিকেএসএফ-এর ব্যবস্থাপনা পরিচালক ড. নমিতা হালদার এনডিসি।

ড. কাজী খলীকুজ্জমান আহমদ বলেন, বাংলাদেশের জনমিতিক সুবিধা (demographic dividend) গ্রহণ করতে হলে ক্ষুদ্র উদ্যোগে বিনিয়োগ করা জরুরি। ক্ষুদ্র উদ্যোগের বিকাশে আর্থিক পরিষেবার পাশাপাশি অ-আর্থিক পরিষেবা যেমন সক্ষমতা বৃদ্ধিমূলক কর্মকাণ্ড বাস্তবায়নের প্রয়োজনীয়তা রয়েছে বলে তিনি মন্তব্য করেন।

সভায় ‘বাংলাদেশে ছোটো উদ্যোগের বিকাশ: সম্ভাবনা ও চ্যালেঞ্জ’ বিষয়ক উপস্থাপনায় পিকেএসএফ-এর অতিরিক্ত ব্যবস্থাপনা পরিচালক মোঃ ফজলুল কাদের দেশীয় ছোটো উদ্যোগের বিকাশে পিকেএসএফ-এর বিভিন্ন কার্যক্রম ও প্রকল্পের ভূমিকা তুলে ধরেন।

এছাড়া, Recovery and Advancement of Informal Sector Employment (RAISE) প্রকল্পের বিভিন্ন দিক নিয়ে উপস্থাপনা প্রদান করেন পিকেএসএফ-এর মহাব্যবস্থাপক ও RAISE প্রকল্প সমন্বয়কারী দিলীপ কুমার চক্রবর্তী।

উপস্থাপনাসমূহের ওপর আলোচনা করেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সাবেক অধ্যাপক এম. এ. বাকী খলীলী। অনুষ্ঠানে তৃণমূল পর্যায়ের RAISE প্রকল্পের কয়েকজন অংশগ্রহণকারী তাদের অভিজ্ঞতা বর্ণনা করেন।

পিকেএসএফ ও বিশ্বব্যাংকের যৌথ অর্থায়নে RAISE প্রকল্প ফেব্রুয়ারি ২০২২-এ যাত্রা শুরু করে। দেশের ৬৪ জেলার ৩৩৩ উপজেলার শহর ও শহরতলি এলাকায় ৭০ সহযোগী সংস্থার মাধ্যমে এ প্রকল্প বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। পাঁচ বছর মেয়াদি এ প্রকল্পের আওতায় ১.৭৫ লক্ষ তরুণ ও ছোটো উদ্যোক্তার সক্ষমতা বৃদ্ধির পাশাপাশি অন্তর্ভুক্তিমূলক অর্থায়ন করা হচ্ছে। তরুণদের শোভন ও মর্যাদাপূর্ণ কর্মসংস্থানে যুক্ত হওয়ার সুযোগ সৃষ্টির মাধ্যমে প্রকল্পটি টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট (SDGs) ও সরকারের প্রেক্ষিত পরিকল্পনা ২০২১-২০৪১ অর্জনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছে।

পিকেএসএফ-এর মাঠ পর্যায়ের কার্যক্রমের ভূয়সী প্রশংসা বিশ্বব্যাংকের ভাইস প্রেসিডেন্টের

বাংলাদেশকে উচ্চ-মধ্যম আয়ের দেশে পরিণত করার জন্য অন্তর্ভুক্তিমূলক উন্নয়নের বিকল্প নেই। সমাজের পিছিয়েপড়া ৪০ শতাংশ মানুষকে বাদ দিয়ে অর্থনৈতিক, সামাজিক ও পরিবেশগতভাবে টেকসই উন্নয়ন নিশ্চিত করা সম্ভব নয়।

বিশ্বব্যাংকের ভাইস প্রেসিডেন্ট (অপারেশনস পলিসি অ্যান্ড কান্ট্রি সার্ভিসেস) এড মাউন্টফিল্ড ৬ জুলাই ২০২৩ তারিখে শরীয়তপুর জেলায় পিকেএসএফ-এর সহযোগী সংস্থা শরীয়তপুর ডেভেলপমেন্ট সোসাইটি (এসডিএস) এবং নড়িয়া উন্নয়ন সমিতি (নুসা)-এর মাধ্যমে বাস্তবায়নাধীন মাঠ পর্যায়ের কার্যক্রম পরিদর্শনকালে এ মন্তব্য করেন।

তিনি বলেন, “আমরা ক্ষুদ্র উদ্যোগসমূহকে সহায়তা প্রদানের পাশাপাশি, উদ্যোক্তাদের ব্যবসায়িক দক্ষতা উন্নয়ন, ব্যবসায়িক মনোভাব সৃষ্টি এবং মর্যাদাপূর্ণ কর্মসংস্থানে সম্পৃক্ত হওয়ার সুযোগ সৃষ্টি করছি, যা তাদের উন্নয়নের মূলস্রোতে অন্তর্ভুক্তির পথ উন্মুক্ত করছে।” মাঠ পর্যায়ে বাস্তবায়নাধীন পিকেএসএফ-এর কার্যক্রমের ভূয়সী প্রশংসা করে তিনি বলেন, এসব কার্যক্রম দেখে তিনি মুগ্ধ।

এড মাউন্টফিল্ডের নেতৃত্বে বিশ্বব্যাংকের প্রতিনিধিবৃন্দ পিকেএসএফ এবং বিশ্বব্যাংকের যৌথ অর্থায়নে বাস্তবায়নাধীন RAISE এবং Sustainable Enterprise Project (SEP) শীর্ষক দু'টি প্রকল্পের মাঠ পর্যায়ের

কার্যক্রম পরিদর্শন করেন। এ পরিদর্শনে অন্যান্যদের মধ্যে ছিলেন পিকেএসএফ-এর অতিরিক্ত ব্যবস্থাপনা পরিচালক মোঃ ফজলুল কাদের এবং মহাব্যবস্থাপক ও RAISE প্রকল্প সমন্বয়কারী দিলীপ কুমার চক্রবর্তী, বিশ্বব্যাংকের এক্সটার্নাল অ্যাফেয়ার্স অ্যাডভাইজার উভিমানা বাসানিনিয়েনজি, RAISE প্রকল্পের টাস্ক টিম লিডার এস আমের আহমেদ ও সিনিয়র সোশ্যাল প্রোটেকশন স্পেশালিস্ট আনিকা রহমান এবং এসডিএস-এর নির্বাহী পরিচালক রাবেয়া বেগম।

বুকপোস্ট

উপদেশক : ড. নমিতা হালদার এনডিসি
গোলাম তৌহিদ

সম্পাদনা পর্ষদ: সুহাস শংকর চৌধুরী
মাসুম আল জাকী, সাবরীনা সুলতানা